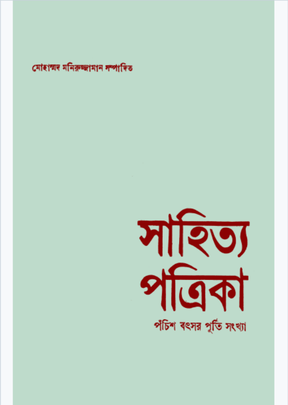

Vol. 25 | No. 2 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা

Volume	25
Issue	2
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mustafa Nur-Ul Islam, Kabir Chowdhury
Published online	April 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v25i2.12
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i2.12
Pages	212-216
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আলোচনা

১

আমাদের দেশে ভাষা-সাহিত্য বিষয়ক একটি গবেষণা-পত্রিকার বয়স কাল শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ অতিক্রম করেছে—এ সংবাদ ঐতিহাসিক বলেই বিবেচনা করি। বিশেষ করে বাংলার ন্যায় একটি আঞ্চলিক ভাষায় এমত কর্ম সাধন অসম্ভব প্রায় একটি ঘটনা। সেই দুঃসাধ্য কর্ম সাধিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র ক্ষেত্রে। বাংলা সন ১৩৮৯, ইংরিজি ১৯৮২তে এ পত্রিকা ষষ্ঠ-বিংশ বর্ষে পদার্পণ করল। একটি বিশুদ্ধ গবেষণা-পত্রিকার পক্ষে এই দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রকাশনা মাত্রই সংশ্লিষ্ট কর্মিদের জন্য আত্মশ্লাঘার বিষয়। তবে 'সাহিত্য পত্রিকা'র বিশেষ কৃতিত্ব অন্যত্র। স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষণ কর্মেই পত্রিকার উদ্যম-আয়োজন নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, বড়ো কথা এই যে, প্রতিটি সংখ্যায় সম্পাদক লেখক ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান ভাণ্ডারকে উত্তরোত্তর ঋদ্ধ করবার প্রয়াসে নিয়োজিত থেকেছেন। পত্রিকার নিয়মিত পাঠক আমাদের এই উক্তির সাথে একমত পোষণ করবেন। তবে 'সাহিত্য পত্রিকা'র প্রকাশনা এবং অবদান সমগ্র বংলা ভাষা-সাহিত্যের অংগনে একমাত্র ব্যতিক্রমী উদ্যম এমন মন্তব্য অবশ্যই অতিশয়োক্তি বিবেচিত হবে। প্রসংগতঃ 'বঙ্গ দর্শন', 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ইত্যাদির মতো সাময়িক পত্রের কথা স্মরণ করি। তাতে করে আলোচ্য 'সাহিত্য পত্রিকা'র তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যেতে পারে।

আমাদের জানা আছে, প্রধানত সাময়িক পত্রপত্রিকাকে আশ্রয় করেই আধুনিক কালপর্বের বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ। তার সূত্রপাত উনিশ শতকের 'সংবাদ প্রভাকর'-'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র যুগ থেকে। তার পর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দেড় শত বৎসরের ইতিহাস। উক্ত সাময়িক পত্র সমূহের কথা, সাময়িকপত্র সমূহকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের কথা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তাই থেকে অন্যতম উজ্জ্বল উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র। প্রথম প্রকাশ-বঙ্গাব্দ ১২৭৯, ইংরিজি ১৮৭২। প্রথম পর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় চার বৎসর কাল চলেছিল। পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল বহুবিধ, আলোচিত বিষয়াবলীও গুরু-লঘু, ব্যঙ্গ-কৌতুক সর্ব প্রকারের—তবে সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যের চর্চা। প্রধানতঃ ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে গবেষণা-কর্মেরই ব্রত নিয়ে প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের বাইশ বৎসর পরে। প্রথম প্রকাশ—১৩০১ বঙ্গাব্দ, ইংরিজি ১৮৯৪। বিগত প্রায় শতাব্দীকাল ব্যাপী অধ্যাবসায়ে এই পত্রিকায় বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ লুপ্ত রত্নোদ্ধার হয়েছে, বিচিত্র নব নব জ্ঞানে অনুসন্ধিৎসু পাঠক সম্পদশালী হয়েছেন। তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কালাতিক্রমণের সাথে পত্রিকাখানি ক্রমে ক্ষীণকায় এবং অনিয়মিত হয়ে এসেছে। আশংকা হয় উদ্যোগী পক্ষের উৎসাহ আগ্রহে ভাটার টান লেগেছে।

উদাহরণ স্বরূপ এই দু'টি পত্রিকার সাথে তুলনায় আমরা আলোচ্য 'সাহিত্য পত্রিকা'র বিশিষ্টতা লক্ষ্য করতে ইচ্ছুক। তবে 'সাহিত্য পত্রিকা' নিশ্চয়ই 'বঙ্গদর্শন' নয়। দু'য়ের উদ্দেশ্যও এক নয়। উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের সন্ধান করা যেতে পারে বরং 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র সাথে। তথাপি এ উভয়ের চারিত্রিক গুণেও যথেষ্ট পার্থক্য বিরাজমান। বাংলা ভাষা সাহিত্যের এমন কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে 'সাহিত্য পত্রিকা'র গবেষণা-অনুসন্ধান, সে সমুদয় অঞ্চল 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র হয় ধারণা-সীমার বহির্ভূত

ছিল, অথবা সে সম্পর্কে তারা আগ্রহী ছিলেন না। আরো একটি কথা বলি। মুদ্রণ-প্রকাশনা, সার্বিক উপস্থাপনা এবং সাধারণতঃ নিবন্ধসমূহের ভাষাভঙ্গীর দিক থেকে পত্রিকাটি এমন সংস্কারের ইংগিত দেয় যে, ঐ পরিমণ্ডলে পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যতীত অপর আগ্রহী পাঠকের পদার্পণ যেন অবাঞ্ছিত। সে ক্ষেত্রে 'সাহিত্য পত্রিকা' সিরিয়স পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। আলোচ্য বিষয়ের অভিনবত্ব, বিষয়-বিশ্লেষণের ভঙ্গী এবং ভাষা বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এই পত্রিকার সুশ্রী প্রকাশনা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। গবেষণাধর্মী পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন রুচি-শোভন প্রকাশনা বিরল।

'সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৩৬৪ সালে, ইংরিজি ১৯৫৭। সম্পাদক—মুহম্মদ আবদুল হাই। পত্রিকাটি যান্মাসিক বর্ষা সংখ্যা ও শীত সংখ্যা। উদ্দেশ্য নিবেদন করা হয়েছিল এই মর্মে: 'সাহিত্য পত্রিকায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং এদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক লেখা থাকবে।' প্রসংগতঃ এখানে প্রথম সংখ্যার (বর্ষা ১৩৬৪) সূচীপত্রের উল্লেখ করা গেল: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—বৌদ্ধ গানের ভাষা; মুহম্মদ আবদুল হাই—বাংলার ব্যঞ্জন ধ্বনি; সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন—বাংলা অভিধান; কাজী দীন মুহম্মদ—পদ্মাবতী কাব্যে আলাওল; আশুতোষ ভট্টাচার্য—ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি; আহমদ শরীফ—বিদ্যাসুন্দরের কবি: দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খান; অজিতকুমার গুহ—রূপ প্রতীকের ধারা; গ্রন্থ-পরিচয়। প্রথম সংখ্যায় এই বিষয়-সূচী থেকেই পত্রিকার চরিত্ররূপ অনুধাবন করা যাবে। আর তা হচ্ছে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমাদের উত্তরাধিকারের স্বরূপ আবিষ্কার সাধনা। প্রকাশনার পঁচিশ বৎসর কালাতিক্রমণের অন্তে পাঠক হিসাবে আমরা আনন্দিত যে, 'সাহিত্য পত্রিকা' তার ঘোষিত উদ্দেশ্য অর্জনে সিদ্ধ হয়েছে। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছি। সতর্ক পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থে ও গবেষণামূলক আলোচনা গ্রন্থে বাংলাদেশ অঞ্চলের ভাষা-সংস্কৃতির বিষয়, মধ্যযুগের, ঊনবিংশ-বিংশ শতকের মুসলমান রচিত সাহিত্য কীর্তি প্রায়শঃ উপেক্ষিত ছিল। ফলে, বলাবাহুল্য যে, ঐ সমুদয় গবেষণা-প্রয়াস ছিল খণ্ডিত, একদেশদর্শী। 'সাহিত্য পত্রিকা'র উদ্যোগে এবং দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের সাধনায় এ-তাবৎকালের অজ্ঞাত ভুবন আবিষ্কৃত হয়েছে। পত্রিকার বিশেষ সাফল্য এইখানে।

সূচনা কাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ পণ্ডিতাগ্রগণ্য কতিপয় অধ্যাপকের শিক্ষকতা ও গবেষণা-সাধনায় ধন্য। এই বিভাগের সাথে যুক্ত ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর সুশীলকুমার দে, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখের ন্যায় ব্যক্তিত্ব। গবেষণা কর্মের সেই ঐতিহ্যধারার সার্থক উত্তরসূরী অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন 'সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশ করে। পঞ্চাশের দশকে 'সাহিত্য পত্রিকা'র প্রকাশনাকে এই ভাবে আমরা পূর্বতন কর্ম-সাধনার সাথে যুক্ত করে দেখতে চাই। আরেকটি কথা—এই পত্রিকা আমাদের দেশে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষণার ক্ষেত্রে কেবল নব দিগন্তেরই সন্ধান দেয়নি, পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে গত আড়াই দশকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খ্যাতিমান গবেষকেরও সৃষ্টি সম্ভব করেছে। গবেষণা কর্মে প্রেরণার সূত্রপাত করে এবং তা সংগঠিত করে প্রয়াত সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই এমনই এক মহৎ কর্ম সাধন করে গেছেন।

সত্তুরোত্তর কয়েক বৎসরে নানা সংকটে-দুর্যোগে, বিশৃংখলায়-অবহেলায় সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। কিছু সংখ্যক পত্রিকা বন্ধই হয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ 'সাহিত্য পত্রিকা' পুনরায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ, তাঁদের গর্বের সম্পদ

'সাহিত্য পত্রিকা'র প্রকাশনাকে নিশ্চিত করেছেন। অন্ততঃ ১৯৭৮-৮২ কাল পর্বে আটটি নিয়মিত সংখ্যা আমরা লাভ করেছি। সম্পাদকমণ্ডলীর এবং বিশেষ করে সম্পাদকের কৃতিত্ব যে, রচনা-মানের পূর্বতন সেই ঐতিহ্য-গৌরব রক্ষা করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন। বেশ কয়েকজন নূতন ও তরুণ গবেষককে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। অন্যদিকে পত্রিকার মুদ্রণ-সৌকর্য, প্রকাশনা সৌষ্ঠব পূর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হয়েছে।

এই 'নবপর্যায়ে' প্রকাশনার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যা 'সাহিত্য পত্রিকা' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরকজয়ন্তী সংখ্যা। প্রকাশ কাল—শীত: ১৩৮৮ (১৯৮১)। বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত বলে সংখ্যাটির অন্যতর গুরুত্ব রয়েছে বটে, তবে সেই গুরুত্ব বৃদ্ধিতে অধিকতর সহায়ক হয়েছে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ইতিহাস' শীর্ষক নিবন্ধটি। এই ইতিহাসও দীর্ঘ ষাট বৎসরের ইতিহাস—যার যাত্রা শুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে নিয়ে। নিবন্ধকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বাংলা বিভাগের অপরিজ্ঞাত তথ্যাবলী উদ্ধার করে এবং সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপিত করে একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। বর্তমান সংখ্যার অন্যতম বিশেষ অংশ সঙ্কলিত রচনাসমূহ। এই অংশে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুশীলকুমার দে, মনোমোহন ঘোষ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, মুহম্মদ আবদুল হাই এবং মুনীর চৌধুরী রচিত ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক কতিপয় মূল্যবান প্রবন্ধ সঙ্কলন করা হয়েছে। 'সঙ্কলন' অংশটি হীরকজয়ন্তী সংখ্যা 'সাহিত্য পত্রিকা'র মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে বলে মনে করি।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

২

'সাহিত্য পত্রিকা' তার উন্নত মানের জন্য দীর্ঘকাল ধরে দেশে-বিদেশে সুধীজনের প্রশংসালাভ করে এসেছে। সাহিত্য পত্রিকার পঁচিশ বর্ষ প্রথম সংখ্যাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হীরকজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। নানা দিক থেকে এই সংখ্যাটি ব্যতিক্রমধর্মী, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়।

এই সংখ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ষাট বৎসরের (১৯২১-১৯৮১) একটি কালানুক্রমিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন পত্রিকার সম্পাদক বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করে তিনি এই ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এবং তা করতে গিয়ে একদিকে তিনি যেমন প্রথম পর্বের মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, সুশীলকুমার দে এবং প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশন করেছেন তেমনি অন্যদিকে পরবর্তী পর্বের ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে সামরিক শাসনামলে টিক্কা খান কর্তৃক সতর্কীকৃত মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম, রফিকুল ইসলাম এবং সৈয়দ আকরম হোসেন প্রমুখের কথাও বলেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকেও টিক্কা খান চাকুরী থেকে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করেছিলেন এবং সে কথাও এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্স কোর্স চালু করা হয় ১৯৪৩ সালে, তাও খাস বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, কৃষ্ণনগর ও প্রেসিডেন্সী কলেজে, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৭ সালে সংস্কৃত বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথকভাবে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সে বছরেই বাংলায় অনার্স ও এম. এ. কোর্স প্রবর্তন করা হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর

প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এখানে বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়, যদিও তখন বিভাগের নাম ছিল সংস্কৃত ও বাংলা। তবে ১৯২১ সাল থেকেই প্রাচীন বাংলার পঠন-পাঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্গত হয়ে আছে, যেখানে এর অনেক পর পর্যন্ত বৌদ্ধগান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয়নি। এই জাতীয় তথ্য আলোচ্য রচনাটিকে একই সঙ্গে চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভাগের নানা কার্যক্রম, বিশেষ করে ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ সম্পর্কিত তথ্য, সাহিত্য পত্রিকার ধারাবাহিক বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, বিভাগ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের তালিকা, বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষকদের পরিচিতি এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থের তালিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা এ পর্যন্ত বাংলায় পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন, গবেষণার বিষয়বস্তুর উল্লেখসহ, তাদের নামের তালিকা, দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে বিভাগীয় অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে যে আটজন গবেষক পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন গবেষণা তত্ত্বাবধায়কদের নামসহ পৃথকভাবে তাদের নামের তালিকা এবং ১৯২১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত বাংলায় যারা বি. এ. অনার্স. এম. এ. এম. ফিল. ডিগ্রী লাভ করেছেন তাদের সবার নামের তালিকার সংযোজন ইতিহাসগত দিক থেকে এই রচনাটিকে মূল্যবান করেছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন সময়ে নানা কাজে এই রচনাটি যে প্রাথমিক সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সাহিত্য পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কয়েকজন প্রাক্তন অধ্যাপকের সুলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রচনার সঙ্কলন। এই সংখ্যার কয়েকটি রচনা তাই অনিবার্যভাবেই প্রকাশিত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত, কিন্তু এর ফলে তাদের গুরুত্ব কিম্বা প্রাসঙ্গিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং বিশেষ সংখ্যা হিসেবে তা পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করেছে। সঙ্কলিত রচনাগুলি হল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহার মুখবন্ধ', সুশীলকুমার দে-র 'জয়দেব ও গীতগোবিন্দ', রাধাগোবিন্দ বসাকের 'প্রাচীন ভারতে রাজকোষ বিষয়ক বিধি ব্যবস্থা, মনোমোহন ঘোষের 'রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য', মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'বাঙ্গালা বানান সম্পর্কে কয়েকটি কথা', মুহম্মদ আবদুল হাই-এর 'ঢাকাই উপভাষা' এবং মুনীর চৌধুরীর 'মাইকেল ও শেকস্‌পীয়র'। লক্ষণীয় যে উপরোক্ত সঙ্কলিত অংশে প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, কাব্য ও গদ্য, তুলনামূলক আলোচনা এবং ভাষাতত্ত্ব নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছে। পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রকাশিত নতুন গবেষণা প্রবন্ধগুলির মধ্যেও আমরা বিষয়বস্তুর এই ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ লাভ করি। নতুন প্রবন্ধগুলির মধ্যে রয়েছে একাদশ শতকের কবি আবদুর রহমান বির-চিত 'সন্দেশ-রাসক' সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং তার সঙ্গে পরিবেশিত অবহট্ট ভাষার মূল রচনাটির সরস আধুনিক বঙ্গানুবাদ, সপ্তদশ শতাব্দীর কবি সৈয়দ সুলতানের জন্মস্থান এবং সময় সম্পর্কিত বিতর্কমূলক বিষয়টির উপর মযহারুল ইসলামের একটি তথ্যবহুল নিবন্ধ, মধ্যযুগের শেষ ভাগের কবি চট্টগ্রামের করমউল্লা রচিত 'মৃগাবতী' পুথি সম্পর্কে মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের একটি গবেষণামূলক আলোচনা, বিশেষ এক ধরনের লোকসাহিত্যের আচার ও বিশ্বাসজাত পটভূমি হিসেবে 'নাথপন্থ—সহজপন্থ—বাউলপন্থ' শীর্ষক আহমদ শরীফের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ, বহু আলোচনা-তর্কবিতর্ক ও গবেষণার বিষয় 'লালন ফকিরের জন্ম কোন ধর্মসম্প্রদায়ে' প্রশ্নটির উপর রচিত পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত রাহুল পিটার দাসের চিত্তা-কর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ এবং সমকালীন 'সমালোচকের দৃষ্টিতে মীর মোশাররফ হোসেন' শিরোনামে মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের একটি প্রবন্ধ। এছাড়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তিন ভিন্ন অঙ্গন থেকে নির্বাচিত তিনটি চমৎকার প্রবন্ধ এই সংখ্যাটির আকর্ষণ, অন্ততঃ ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে, বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে। এর একটি হচ্ছে তিনজন

শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের তিনটি প্রধান নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক আলোচনা, নীলিমা ইব্রাহিম রচিত 'রোহিণী, বিনোদিনী ও কিরণময়ী' ; একটি হচ্ছে রবীন্দ্রোত্তর কালের এবং বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে এ পর্যন্ত পত্র-পত্রিকা, বিশেষ স্মারক সংখ্যা, লিটল ম্যাগাজিন, পূর্ণাঙ্গ-গ্রন্থ প্রভৃতি যেখানেই উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে, পশ্চিম বাংলায় ও আমাদের দেশে, তার উল্লেখ, পরিচিতি ও বিশ্লেষণসহ আবদুল মান্নান সৈয়দের 'জীবনানন্দ-চর্চা' শীর্ষক পরিশ্রমী আলোকসঞ্চারী প্রবন্ধ ; এবং একটি হচ্ছে গদ্য-পদ্য উভয় অঙ্গনকে আলিঙ্গন করে 'নজরুলের নায়ক-নায়িকা' শীর্ষক রফিকুল ইসলামের সুলিখিত, একাধারে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক নিবন্ধ। একান্তভাবে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ মনিরুজ্জামান রচিত 'কুমিল্লা-উপভাষায় ব্যক্তিসর্বনামরূপের ধ্বনি-গঠন ও রূপমূল সমস্যার বিকল্পতত্ত্ব' শীর্ষক আলোচনাটি এই বিশেষ বিষয়ে উৎসাহী বিশেষজ্ঞদের নিকট বর্তমান সংখ্যাটিকে যে অতিরিক্ত মূল্যে ভূষিত করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সবশেষে উল্লেখ করছি আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত অত্যন্ত সুখপাঠ্য 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম দিন' শীর্ষক স্মৃতিকথা। শিরোনামে একটি দিনের কথা বলা হলেও শ্রী ভট্টাচার্য ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত অনেক দিনের কথাই বলেছেন তাঁর এই রচনায়, বলেছেন সে-সময়কার পাঠ্য তালিকা এবং তাঁর সহপাঠী ও অধ্যাপকদের কথা, প্রকাশ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা বিভাগ সম্পর্কে নস্টালজিয়া-মাখা তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও অনুরাগের কথা।

দশটি নতুন গবেষণা প্রবন্ধ, সাতটি সঙ্কলিত পূর্বপ্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ, একটি স্মৃতিকথা এবং একটি ইতিহাসজাতীয় রচনা মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরকজয়ন্তী সংখ্যা রূপে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার শীত : ১৩৮৮ সংখ্যাটি সাধারণ পাঠক ও উৎসাহী গবেষক উভয় কর্তৃক সমাদৃত হবে বলে আমি মনে করি। এই উৎকৃষ্ট সংখ্যাটির জন্য সম্পাদক ও তাঁর সহযোগীদের আমি অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কবীর চৌধুরী